| R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০০ বর্ষ ৪৯শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৩শে বৈশাখ ১৪২১ ৭ই মে, ২০১৪ | নগদ মূল্য : ২ টাকা বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

১৬মে জঙ্গিপুরে কে হাসবে কোন মহলই বলতে পারছে না

বিশেষ প্রতিবেদক : ১৬ মের বিকেলে শেষ হাসি কে হাসবে – এই নিয়ে নানা মহলে চলছে তর্ক বিতর্ক। জঙ্গিপুর লোকসভায় গত উপ নির্বাচনে কংগ্রেস পেয়েছিল ৩,৩২,৯১৯ ভোট। সিপিএম ৩,৩০,৩৮৩। ব্যবধান ছিল মাত্র ২৫৩৬ যা ২/১টা বুথের কেরামতি। রাইসুদ্দিন পেয়েছিলেন ৪১,৬২০, বিজেপি ৮৫,৮৬৭, ফ্যান ২৪,৬৯১। এছাড়া ছ'জন একত্রে পান ৩৭,৯১২। এবারও তারা অনেকেই মাঠে আছেন। তবে শোনা গেছে ২ জনকে পক্ষে বসিয়ে দেবার প্রক্রিয়া চালায় কংগ্রেস ও তৃণমূল উভয়ে। ফলাফলে বোঝা যাবে প্রার্থীদের ভূমিকা। ত্রিমুখী বা চতুর্মুখী লড়াই এর সম্ভাবনা একরকম বাতিল করে দিচ্ছেন নির্বাচন বিশেষজ্ঞরা। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে কংগ্রেস আর বাম প্রার্থীর মধ্যেই। সংগঠন এবং লোকবল না থাকলে শুধু হাওয়া আর টাকায় সব সময় ভোট উড়ে বাক্সে ঢোকে না। পঞ্চায়েতের ফলাফল মাথায়

(শেষ পাতায়)

এ্যাসিড স্প্রে করে গৃহবধূকে পুড়িয়ে মারলো শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের মহম্মদপুরে এক সন্তানের মা মামনি বিবিকে (২৭) ৩০ এপ্রিল কাপড়ে এ্যাসিড স্প্রে করে আগ্নি সংযোগ করেন তার শ্বশুর নাজিমুদ্দিন সেখ ও শাশুড়ী খালেদা বিবিসহ বাড়ীর লোকজনেরা। অনুসন্ধানে জানা যায়, বছর তিনেক আগে পার্শ্ববর্তী গোফুরপুর বরজের মালেক মাস্টারপাড়ার বাসিন্দা কেতাবুল সেখের মেয়ে মামণির সঙ্গে নাজিমুদ্দিন সেখের ছেলে মোস্তাকিমের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই

(শেষ পাতায়)

সঞ্চয় সংস্থার সোল এজেন্টসহ দুই লোকাল এজেন্ট গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ থানার নিমতিতা দুর্গাপুরের জয়ন্ত সরকার ও জঙ্গিপুর এলাকার দুই এজেন্ট ধনপতনগরের তপন মণ্ডল ও নাড়ুখাকি গ্রামের দীপেন মন্ডলকে পুলিশ ২৮ এপ্রিল গ্রেপ্তার করে। ৪২০ ও ৪৬৫ ধারায় ধৃতদের কোর্টে পাঠালে ১৪ মে পর্যন্ত জেলে রাখার নির্দেশ

(৩ পাতায়)

৫৫ পেটি বাজি পটকা আটক, গৃহস্বামী গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া রক্ষাকালীতলার পিছনে হারাধন দত্তের বাড়ী থেকে ৩০ এপ্রিল স্থানীয় পুলিশ ৫৫ পেটি বাজি পটকা আটক করে। কোন বৈধ কাগজপত্র না থাকায় পুলিশ হারাধনকে গ্রেপ্তার করে। পরদিন তিনি জামিন পান। হারাধনবাবুর ছেলে নিশান জানান, 'মোট ৫৫ পেটির মধ্যে ২০ পেটি তারাকাঠি, রঙমশাল, তুবড়ি ইত্যাদি আতসবাজি ছিল। বাকীগুলোতে চকলেট জাতীয় যে

(শেষ পাতায়)

তুলসীবিহার মেলা নিয়ে সংশয় কাটলো

নিজস্ব সংবাদদাতা : দীর্ঘ বছর ধরে রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহার বাটীতে বৈশাখ সংক্রান্তি থেকে মেলা শুরু হয়। আগের রাতে আশপাশ এলাকা থেকে বৃন্দাবনবিহারী, শ্যামরাই, রঘুনাথজী ইত্যাদি দেববিগ্রহ তিন দিনের জন্য বিহারে এসে তুলসীবিহার মন্দিরে অবস্থান করেন। নিত্যদিন ভোগরাগ, পূজার্চনা চলে। মেলা পরিচালনার দায়িত্বে থাকে যুবক সংঘ ক্লাব এবং

(শেষ পাতায়)

মহিলার রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার – গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত মঙ্গলবার ভোরে রঘুনাথগঞ্জ-২নং ব্লকের পানানগর গ্রামের আমবাগানে এক মহিলার রক্তাক্ত মৃতদেহ গ্রামবাসীরা উদ্ধার করে। অনুসন্ধানে

(৩ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে বৈশাখ, বুধবার, ১৪২১

ভোট রাজনীতি

সাধারণ মানুষ এখন যাহা বোঝে তাহা হইল – আখের গুছাইবার নীতি হইতেছে রাজনীতি। এই নীতি -পদ্ধতি বড় জনমোহিনী। ইহাতে আছে বাক্যের, আশ্বাসের চমৎকারিত্ব। প্রমথ চৌধুরীর একটি কথা মনে পড়িয়া গেল – রাজনীতি হইল রাঙা বা রঙিন লাঠি। তাহার রূপের ও রঙের বৈচিত্র্য আছে, চক্‌মকির চমৎকারিত্ব আছে। ইহার মধ্যে আছে চমক, গিমিকের গমক, আশা-আশ্বাসের স্তোক বাক্য। ক্ষমতারূঢ় হইবার, ক্ষমতাসীন থাকিবার নীতি কৌশল হইতেছে রাজনীতি। নীতি বালাইহীনতা সাম্প্রতিক কালের রাজনীতির চারিত্র বৈশিষ্ট্য।

গণতন্ত্রের ক্ষমতা দখলের ব্যবস্থা হইল নির্বাচন। সাধারণ মানুষ ভোট বলিলে ভাল বোঝে। ভোট এখন বহুশ্রুত, বহুবিদিত। ভোট এই সময়ের জপমালা, ইষ্ট মন্ত্র। ভোট কুড়াইবার, দলের আপন আপন বাক্সে গচ্ছিত করিবার নীতি -কলা-কৌশল হইল রাজনীতি। ভোটের স্বার্থে সমে-অসমে, শত্রু-মিত্রে কোন ভেদ নাই, বরং তাহারা তখন ভাই-ভাই। মাঝে মাঝে বাঘে–বৃষভে একই ঘাটে আপন আপন স্বার্থে জল পান করিয়া থাকে।

সাম্প্রতিককালের নীতির বিন্দাস হইতেছে একই ঘাট হইতে জলপান করিয়া পারস্পরিক স্বার্থগত মেল বন্ধন। রাজনীতিকদের জোট বন্ধন কিংবা গাঁট বন্ধন অথবা মোর্চা কিংবা ফ্রন্ট। ভারতের রাজনীতিতে বেশ কিছু কাল হইতে চলিতেছে জোট বন্ধনের নীতি। কোন্ দল কোন্ দলের সঙ্গে গাঁট বন্ধন করিয়া ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতার অলিন্দে আসিবে তাহা লইয়া পারস্পরিক কথা চালাচালি, কূট কাচালি, ইস্যুভিত্তিক সমঝেতা বানাইয়া প্রচারের ঢাকে কাঠি দিবার পরিকল্পনা শুরু হইয়া গিয়াছে।

এখন স্বততই মনে হইতে পারে ভোটের জন্য এই নীতি কি প্রকার নীতি – জোট নীতি না ভোট নীতি। ভারতের রাজনীতিতে এখন কোন একক দলের ক্ষমতাসীন হওয়া বা ক্ষমতা দখল করার মত সুযোগ সুবিধা বোধ হয় আর নাই। একক দলের অনুকূলে মতদান আজ প্রায় অচল। কি পুরসভা, কি বিধানসভা, কি লোকসভার নির্বাচনে চল্‌ হইয়া গিয়াছে জোটের নীতি, সাম্প্রতিককালের রাজনীতির ভাষায় গাঁটবন্ধন। ভারী মজার ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় – রাজ্যের যে সব দলের মধ্যে পারস্পরিক বৈরিতা, মতান্তর, মনান্তর আবার সেই সব দল কেন্দ্রে নির্বাচনে গাঁটবন্ধনে দ্বিধা করে না। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বাক্য বন্ধে বলা যাইতে পারে – ধর্মেও আছি জিরাফেও আছি। প্রশ্ন তুলিতেই পারে – তবে ভোট বড় না জোট বড় ? রাজনীতিতে কিছুই অসম্ভব নয়। তৈলাধার পাত্র না পাত্রাধার তৈল – তাহা লইয়া গোল বাধিয়া যায়। অস্যার্থ হইল – ঝোপ দেখিয়ে কোপ মারিতে হইবে। যেখানে যেমন সুযোগ তাহার সদ্‌ব্যবহার করিতে হইবে। কেননা রাজনীতিতে শেষ বলিয়া কোন কথা নাই। নাই বৈরিতা – নাই মিত্রতা। স্বার্থই স্বার্থরক্ষার নিয়ামক। মতদাতারা তো একরকম গণেশ। তাহাদের যাহা বোঝান যাইবে তাহাই বুঝিবে। একটা লাগসই সেন্টিমেন্ট তৈরী করিয়া ছাড়িয়া দিলেই হইল। ভারতের স্বাধীনতার ৫৪ বৎসর প্রায় অতিক্রান্ত। সব রাজ্যে শিক্ষার হার, সচেতনার হার তেমন সমান নয়। মতদাতাদের অজ্ঞতা অজ্ঞানতা ইহার বড় সুযোগ। ইহা ছাড়া ভোট সংগ্রহ করিবার নাকি খুড়োর কল আছে যাহার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট বাক্স বন্দি করা সম্ভব বলিয়া কেহ কেহ মত পোষণ করেন বলিয়া শোনা যায়। এখন 'কলিশন' নয় 'কোয়ালিশন'। ইহাই রাজনীতির ক্যারিসমা। একটি বড় কাগজ ইহাকে বলিয়াছে 'সম্ভাব্যতার শিল্প'।

আজও রবীন্দ্রনাথ

শীলভদ্র সান্যাল

তাঁর বিপুল সাহিত্য ভাণ্ডারের সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র পড়ে উঠতে পেরেছি এতদিনে। আমার তো মনে হয়, সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্য পরিপাক করতে একজনের গোটা জীবন লেগে যায়। এর জন্য যে পরিমাণ পরিশ্রম, ধৈর্য, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় প্রয়োজন, তার কোনটাই অর্জন করতে পারিনি। আত্মনিবেদন বা অত্যুগ্র ইচ্ছা না থাকলে কোনও কাজেই সিদ্ধিলাভ করা যায় না। ব্যবহারিক জীবনের দাবী সবারই থাকে, সুতরাং সে অজুহাত দেওয়া ঠিক হবে না। তবু হঠাৎ করে কোনদিন তাঁর কবিতার বই খুলে বসেছি, কর্তব্যবোধের তাগিদে নয়, নিতান্ত খেয়াল বশে। কোনও কোনও কবিতার অন্তর্নিহিত বাণী মনটাকে মুহূর্তে আলো করে দিয়েছে। ভেবেছি, তাই তো! এ কবিতাটি অনেকদিন আগে একবার পড়েছিলাম, কিন্তু এমনভাবে এর অর্থটি তো আগে ধরা পড়ে নি, এর নিহিত–সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হয়নি। তেমনি তাঁর গানের সুরমূর্ছনা মনটাকে দুলিয়ে দিয়ে গেছে কখনও বা। বহুবার শোনা, তবু গানটাকে যেন আজ নতুন ক'রে আবিষ্কার করলাম, এরকম মনে হয়েছে। নতুন ক'রে কৌতূহল মনটাকে আবার তাড়িত করেছে, তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, সামান্য কিছু মুষ্টিভিক্ষা নিয়ে পরিতুষ্ট হ'য়ে ফিরে গিয়েছি আবার। এরকম আসা যাওয়ার পালাবদলের মধ্যে দিয়েই তো এতদিন কেটে গেল। সাগরসৈকতে কিছু ঝিনুক কুড়িয়েই খুশি মনে ক্ষান্ত রইলাম। অতল জলের আহ্বানে ডুবুরির মত সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম কই ? এতে অবশ্য আফশোষ করার কোন কারণ দেখি না। যা পেয়েছি যেটুকু পেয়েছি তার মূল্যই বা কম কী ? তাঁর কবিতা গানের বিচ্ছিন্ন পঙ্‌ক্তি কোনও নিভৃত মুহূর্তে অনুকূল হাওয়ার আশ্‌কারা পেয়ে নিজেরই অজান্তে হৃদয়মূল থেকে উৎসারিত হয়ে উঠেছে। বিপন্ন নিঃসঙ্গতায় পেয়েছি সান্নিধ্য। শোকে পেয়েছি সান্ত্বনা। তাঁকে ভুলে থাকতে চাইলেও যে ভোলা যায় না, উপেক্ষা করা যায় না, যে কোনও মানসিক সংকট মোচনে তিনি এসে হাত ধরেন, পথ দেখান, এই ধারণাই মনে বলবৎ হয়েছে। আবার মাঝে মাঝে এর বিপরীতটিও যে হয়নি এমন নয়। জীবনের চলার পথ ঘনঘোর ধূলোর ঝড়ে ছেয়ে গেছে। হিংস্র কুটিল অন্ধকার চোখের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে। কর্কশ কণ্ঠের কটূ মন্তব্যে গায়ে ফোস্‌কা পড়েছে, মানুষের জান্তব প্রবৃত্তি দেখে বিস্ময়ে,

(পরের পাতায়)

ভোট রঙ্গ

মনি সেন

সে দিন তো কাকেশ্বর মেসোর সকাল থেকেই মাথা গরম। এমনিতেই মেসো ভালো মন্দ বললেও চারপাশ মাত করে দেন। তার উপর আবার রেগে গেছেন। বলাই বাহুল্য বাড়ী কে, গোটা পাড়ার মাথা খারাপ হবার জোগাড়। সবাই জানে মেসো আমার বড় হিসেবি। মানুষ-সময় কিংবা পয়সা দুইয়ের ব্যাপারেই তিনি খুবই খুতখুতে। আর সেই মেসোর সামনে এমন অপব্যয়।

সকালে হিসেবে বসার আগে একবার কাগজে চোখ বুলিয়ে নেওয়া মেসোর রোজকার অভ্যেস। তো আজ সকালের কাগজ হাতে নিয়ে মেসোর আক্কেল গুড়ুম। কাগজের শেষ পাতাটা নিয়ে নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আড়াই বছরে সাফল্যের হিসাব। হিসাব মেসোর বড় প্রিয় তাই খুঁটিয়ে একবার হিসাবটা পড়ে নিলেন। তারপর প্রায় প্রতি পাতায় কখনও অর্ধেক কখনও সিকিপাতা জুড়ে পানীয় জল, শৌচাগার, বর্জ্য নিষ্কাশন, সেতু, কবরখানা সংস্কার জাতীয় কাজের শিলান্যাস কিংবা উদ্বোধনের বিজ্ঞাপন। সচিত্র এই বিজ্ঞাপনগুলোর অধিকাংশই রঙ্গিন। তার মানে কাগজওয়ালারা রং এর দাম আলাদা করেই নিয়েছে। এরপর আবার ছবি ছাপাবার দাম তো আছেই। অন্যদিকে দুটো পাতাতে আধ পাতা জুড়ে ভারত নির্মাণ এর বিজ্ঞাপন। নির্মাণ যে কি হয়েছে তার হিসাব তো মেসোর কণ্ঠস্থ। বছরে গড়ে তিনবার জ্বালানির দাম বাড়া ডজন খানেক বড় বড় চুরি – ইংরেজী অক্ষর পড়ার বইটাই প্রায় বদলে দেবার উপক্রম – এতে আদর্শ আবাসন, বি তে বোফর্স, সি তে কোলগেট। সেই নির্মাণেরও গুজরাটে মানুষ সব দুধে ভাতে আছে তার বর্ণনা। আরে বাবা গুজরাটে দুধভাত খেলে আমাদের কি ? যদি ধরেই নি গুজরাটে মানুষ যখন তখন বিদ্যুৎ, পানীয় জল, আবাসন সব পায়,তবে তা আমাদের জেনে কি হবে ? গুজরাটের লোকেরা আমাদের তার ভাগ দেবে ?

হিসাবি মেসো পরে ঠান্ডা মাথায় হিসাব করে দেখলেন শুধু এক দিনেই ঐ কাগজওয়ালা পেয়েছে কম করে এক কোটি টাকা – রাজ্য সরকারের টাকা নেই – তাই বারে বারে ধার নেয়, কেন্দ্র সরকারের টাকা নেই – তাই সোনার দাম বাড়ে, টাকার দাম কমে। গুজরাটের খবর অবশ্য মেসোর জানা নেই। তবুও এত টাকার বিজ্ঞাপন দেন ?

মেসো ঠিক করেছেন কুমীরের কাছে

(পরের পাতায়)

রবীন্দ্র চর্চার খোলা হাওয়া

সাধন দাস

মনে করা যাক, 'রবীন্দ্রনাথ' নামে কোনো কবি কোনোদিন জন্মান নি। ওদিকে মেঘনাথ বধ আর এদিকে বনলতা সেন। মাঝখানটুকু একেবারে ফাঁকা। বড় গাছটা না থাকায় উনিশ শতকের গীতিকবির দল মাচার উপর পুঁইশাকের মতো লকলকিয়ে উঠতো! আমরা পেছন ফিরে দেখতাম – ঈশ্বর গুপ্তের পৌষপার্বন, পাঁঠা, আনারস থেকে আজ অব্দি বাংলা সাহিত্যের বাগানে শুধুই ঝোপঝাড়, কাঁটালতা আর মাথার উপর ধু ধু করা রুক্ষ রোদ্দুর। তাহলে কোথায় দাঁড়াতাম আমরা ? রৌদ্রদগ্ধ, যন্ত্রণা জর্জর এই জীবনের মাথার উপর স্নিগ্ধ ছায়া ছড়িয়ে আমাদের প্রলম্বিত পথ চলার ক্লান্তি দূর করতো কে ? দেবেন্দ্রনাথের চতুর্দশ সন্তানটির জন্মই যদি না হত, তাহলে আমাদের জীবনবোধের ক্ষুদ্র পরিসরটুকুকে আদিগন্ত ব্যাপ্ত করে দিত কে ?

যদি বলি, ডাকঘর, রক্তকরবী নামে কোনও নাটক লেখাই হয়নি কোনোদিন, তবে আমাদের রুগ্ন অমল কার প্রত্যাশায় জানলার পাশটিতে বসে থাকত ? কোন্ সুধা তাকে রোজ রোজ ফুল জুগিয়ে যেত ? নন্দিনীরা কোন রিক্ত মাঠে পৌষের গান গাইতে গাইতে নিরুদ্দেশ হয়ে যেত, খুঁজেই পেতাম না কোনদিন।। রবীন্দ্রনাথ না থাকলে মিনির সঙ্গে রহমতের যে কোনোদিন দেখাই হত না, পোস্টমাস্টারের প্রতি নিষ্ফল অভিমানে বালিকা রতনও কেঁদে কেঁদে বেড়াত না। গিরিবালা, চন্দরা, রাইচরণ, চারুলতারা চিরকাল ঘুমিয়ে থাকত অলিখিত কোনো অন্ধকারে। তাতে কী এমন ক্ষতিবৃদ্ধি হতো আরামপ্রিয় ভেতো বাঙালির ? মেট্রোরেল, গড়ের মাঠ, ভিক্টোরিয়া, বইমেলা নিয়ে মহানগরীর চেকনাই কিছু কমত কি ? না, কিন্তু একথা নিশ্চিত যে বাঙালির মন ও মনন অন্ততঃ দু'শো বছর পিছিয়ে থাকত। কেননা আমাদের হৃদয়ের অসংখ্য নিরুদ্ধ ভাব গুমরে গুমরে উঠত মনের ভেতরেই, বাণীরূপ পেত না কোনোদিন!! তিনি না থাকলে এই জড়যন্ত্রণা থেকে কোনোকালেই মুক্তি পেতাম না আমরা এক উন্মুক্ত মহাকালিক চেতনায়। ডাল-ভাত-শুক্তো-চচ্চড়ি আর দশটা পাঁচটা বাঁধা রুটিন ছাড়াও যে আরেকটা অন্তহীন অধরা জগৎ আমাদের গায়ের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে, আমাদের অকারণে উন্মনা উদাসীন করে আর মাঝে মাঝে কেমন অকারণ কান্না পায় – সেই কান্নার স্বরূপকে কেমন করে শনাক্ত করতাম আমরা, যদি 'গীতবিতান' নামে কোনও গানের বই-ই কোনোদিন না – লেখা হত ? বৃষ্টিস্নাত বিষন্ন বিকেলের যে এক নিজস্ব ভাষা থাকে, শ্রাবণ নির্ঝরিত সঘন গহণ রাত্রির যে এক অলক্ষ্য মর্মবেদনা থাকে, তাকে কে উদ্ধার করত, যদি তিনি তাঁর নির্জন তানপুরায় সেই সুর সেধে না রাখতেন!!! প্রবন্ধ, উপন্যাস, স্মৃতিকথা না হয় না-ই রইল, আমরা কোনো মূল্যেই হারাতে চাইব না তাঁর 'গানের ভুবনখানি'। তিনিই তো আমাদের দিয়েছেন এত বড়ো ছড়ানো আকাশ আর এক অনন্ত জীবনের স্বাদ। মাথার উপর থেকে যদি রবীন্দ্রনাথ সরে যান তাহলে উন্মুক্ত আকাশটা যখন ছোট হতে হতে বুকের উপর চেপে বসবে, তখন বাঁচার বিশল্যকরণী আর কে এনে দেবে আমাদের।

রবীন্দ্রনাথ ..... (২ পাতার পর)

ঘৃণায় স্তব্ধ হয়ে গেছি। তাঁর অমর বাণীলোক থেকে বহুদূরে ছিটকে পড়েছি আমি।

অথবা প্রবল অভিমানে মনে হয়েছে, তিনি ব্যর্থ, নিঃশেষিত ; তাঁর বাক্ প্রতিমাকে এবার বিসর্জন দেওয়াই ভাল, তাঁর কথামালাকে মনে হয়েছে বাসি ফুলের মালা! তারপর, কালের নিয়মে, মনের যাবতীয় সংক্ষোভ ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে এলে, আবার তিনি মেঘমুক্ত কিরণ সম্পাতের মত ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হয়েছেন, এক পরম নির্ভরতা ও আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আবার দেখা দিয়েছেন তিনি। নতুনতর আলোর ছোঁয়ায় বিকারগ্রস্ত মনের অসুস্থ অন্ধকার কেটে গেছে! জীবন পথের বাঁকে বাঁকে এরকম মরুঝড় উঠবেই, মেঘে মেঘে ঢেকে যাবে ধ্রুবতারা, ঝোঁপে আসবে অন্ধকার, তা ব'লে ভেঙে পড়লে তো চলবে না, মূষড়ে গেলে হবে না! অন্ধকারের ওপারেই যে আছে আলোর ঠিকানা ! সুস্থ প্রাণের ধর্মই এই, তা সর্বদা আলোর দিকে যেতে চায় ! এই শিক্ষাই পেয়েছি তাঁর কাছে। তিনিও তো ব্যক্তিগত জীবনে দুঃখ, কষ্ট, লাঞ্ছনা কম ভোগ করেননি। মাঝে মাঝে কলম স্তব্ধ হ'য়ে গেছে, বেদনার বিষপান ক'রে নীলকণ্ঠ হ'তে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু প্রবল প্রাণের ধর্মে সাময়িক এই বৈকল্য কাটিয়ে উঠে আবার বৃহত্তর জীবনের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন তিনি, মহামানব সঙ্গমের তীর্থ সলিলে প্রাণের ঘট ভরেছেন, সর্বোপরি, প্রকৃতির অকৃপণ ভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ করেছেন হৃদয়ের অফুরন্ত প্রেরণা! আমাদের মুখে তিনি কথা দিয়েছেন, গান দিয়েছেন, নর-নারীর প্রেমে এনেছেন হৃদয়বৃত্তির কত রকম কারুকার্য! আমাদের রহস্যঘন মনের অতলে যে বিচিত্র আলো ছায়ার নিত্য নতুন খেলা চলেছে, আশ্চর্য বাণীরূপ দিয়ে তাকে বাইরে মুক্তি দিয়েছেন তিনি। আমাদের রুচি-সংস্কৃতির এক আদর্শ মানদন্ড তৈরী ক'রে দিয়ে গেছেন। বাঙালির স্বভাবে, মননে, চিৎবৃত্তির সঙ্গে তিনি যে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছেন, তাঁকে অস্বীকার করি কী করে ? তাঁকে অস্বীকার করা মানেই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করা। তা তো এক প্রকার আত্মহননেরই সামিল !

আমরা জানি, তাঁর বিরুদ্ধে এক সময় অপূর্ণতার অভিযোগ উঠেছিল। তাঁর সৃষ্টি-সম্ভার সসম্ভ্রমে দূরে সরিয়ে রেখে কল্লোল-যুগের তরুণ সাহিত্যিকরা নতুনতর পথের সন্ধান করছিলেন। কিন্তু তাঁরাই ছিলেন রবীন্দ্রসাহিত্যে সবচেয়ে বেশি আপ্লুত। তবু, পরিবর্তিত যুগধর্মে, সাহিত্যের প্রয়োজনে রবীন্দ্রবিরোধীতা জরুরি হয়ে পড়েছিল। আজ আর রবীন্দ্রঢঙে কবিতা লেখা হয় না। উপন্যাস ছোটগল্পের ছাঁদে এসেছে বিপুল পরিবর্তন। এটা সাহিত্যের সুস্থতারই লক্ষণ, প্রাণ ধর্মও বটে। তিনি নিজেও তা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করতেন। তাই বলেছিলেন, "যেদিন দেখব, পৃথিবীতে নতুন কবি আর উঠছে না সেদিন জানব পুরাতন কবিদের সম্পূর্ণ মৃত্যু হয়েছে।" নতুন কবিদের পাণ্ডুলিপিতে তাই মৃত্যুহীন প্রাণের স্পর্শই রেখে গেছেন তিনি। এবং সেই অর্থে আজও রবীন্দ্রনাথ সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

ভোট রঙ্গ .... (২ পাতার পর)

নালিশ জানাবেন। শিয়াল উকিল এসে বললে সাক্ষী চাই-সাক্ষী কিনতে পয়সা চাই। মেসোর আবার হিসাবের পয়সা। তাই আলতুফালতু কাজে সে পয়সা খরচ করতে গায়ে লাগে। ক'দিন আগেই আলু কিনেছেন ৫০ টাকা কেজি দরে, নুনও কিনেছেন ৫০ টাকা দিয়ে, চালের দর বাড়ছে রোজ – প্রতিমাসে। সবজির দর করার ইচ্ছা ত্যাগ করতে হলো। তবে হিসাবী মেসো হিসাব করেছেন তার মতো হাজারো লোকের নানা কর বাবদ দেওয়া টাকা যে কতটা সত্যি মিথ্যে কথা বলতে খরচ করে দিল। ঠিক করেছেন তাদের কাউকে পেলেই মাথায় ঐ স্লেটটা দিয়েই বাড়ি মারবেন।

সঞ্চয় ..... (১ পাতার পর)

দেন বিচারক। জানা যায় জয়ন্ত সরকারের ভাইরা ব্যারাকপুরের রাজীব সাহা বারাসতের র‍্যামেল ইনডাসট্রিজের মতো আর একটি সঞ্চয় সংস্থা শ্রীমা গ্রুপ অব কোম্পানীস–এর বোর্ড অব ডাইরেকটরের একজন ছিলেন। সেই সুবাদে জয়ন্ত সরকারকে মালদা, রায়গঞ্জ, ফরাক্কা, ধুলিয়ান এবং পাকুড়ের সোল এজেন্ট-এর দায়িত্ব দেয়ায় কোম্পানীর গাড়ি নিয়ে জয়ন্ত ঐ সব এলাকায় এজেন্ট নিয়োগ করে কোটি কোটি টাকা কামাতে থাকেন। নিজস্ব সামান্য ডেকোরেটরের ব্যবসা ফুঁলে ফেঁপে ওঠে। নিমতিতা এলাকায় একটা অতি আধুনিক নার্সিং হোমের জন্য ২৫ একর জমি কেনা হয়েছে বলে ঐ সংস্থার নামে একটা জাল দলিলও তৈরী করেন জয়ন্ত। এলাকার মাতব্বররা ঐ দলিল দেখে টাকা রাখেন নিশ্চিন্তে। এরপর পলিশির মেয়াদ শেষ হলে বিভিন্ন এলাকার এজেন্টরা জয়ন্ত সরকারের বাড়ী ধাওয়া করলে তিনি গা ঢাকা দেন। ঘটনাচক্রে ২৮ এপ্রিল তিনি ধনপতনগর লাগোয়া লালখানদিয়ারে এক শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। এই খবর জানতে পেরে ধনপতনগর থেকে তপন মণ্ডল দলবল নিয়ে ঐ শ্রাদ্ধবাড়িতে চড়াও হয়ে জয়ন্ত কে তুলে নিয়ে এসে একটা ঘরে বন্ধ করে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে জয়ন্তসহ দুই এজেন্ট তপন ও দীপেনকে গ্রেপ্তার করে।

দেহ উদ্ধার ..... (১ পাতার পর)

জানতে পারে মহিলার নাম সালেহা বিবি (২৫), বাড়ী তেঘরী গ্রামে। পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে তার এই মর্মান্তিক মৃত্যু বলে পুলিশের ধারণা। তেঘরী ও কৃষ্ণশাইল গ্রামের দু'জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

বিদ্যুৎ দপ্তরে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : ঘন ঘন লোডসেডিং, লো ভোল্টেজ, স্বল্প পরিসরের অস্পষ্ট বিল বাতিল, প্রতি মাসে বিল প্রদান ইত্যাদি দাবীতে সিটুর পক্ষ থেকে জঙ্গিপুর বিদ্যুৎ দপ্তরে ৩ মে ডেপুটেশন দেয়া হয়। লো ভোল্টেজের কারণে পানীয় জলও সুষ্টুভাবে সরবরাহ হচ্ছে না শহর এলাকায়। জল সংগ্রহে মানুষকে দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

১৬মে কে হাসবে..... (১ পাতার পর)

রাখতে হবে। কংগ্রেসের দুর্বলতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এক বিধায়কের দলবদল। তবে এ নিয়ে যে দিন রাতের আঁধারে সুতী থানায় দলের বিধায়ককে পুলিশ পেটালো সেদিন কংগ্রেস নেতৃত্বের গা ঝাড়া ভাবই ইমানী বিশ্বাসকে আজ তৃণমূলের দিকে ঠেলে দিয়েছে। সুতীতে বিজেপি ভালো ভোট ভেঙে দিয়েছে কংগ্রেস ও সিপিএমের। তবে লক্ষ্য করা গেছে বাম শিবিরে ভাঙন এভাবে কোনদিনই ধরে না। তাই বাম প্রার্থী বা তার দল কিছুটা আত্মতৃপ্তিতে ভুগছে। এদের দৃঢ় বিশ্বাস সুতি, নবগ্রাম ও জঙ্গিপুরে তারা লিড দেবে। গিরিয়া, সেকেন্দ্রা অঞ্চলে এবার বামেদের বাক্স ফাঁকা যাবে না। কিন্তু অভিজিত ও মোজাফ্ফরের ভয় হাজি নুরুল ও সম্রাট ঘোষকে নিয়ে। খড়গ্রামে কংগ্রেসের লিড হলেও তৃণমূল ভোট পাবে আশাতীত। শহর এলাকায় বিজেপির মতো রোড শো অন্য কোন দল করতে পারেনি। প্রায় জায়গায় যুবকদের মধ্যে মোদী প্রেম বেশ জোরদার। এবার যদি মোট পোলিং গতবারের সাড়ে ৮ লাখের জায়গায় ১০ লাখই ধরা যায় তবে লাখ ৩ ভোট তৃণমূল, বিজেপি ও অন্যান্যরা পাবে। বাকী ৭ লাখে যে প্রার্থী ৩,৭০,০০০ মত পাবেন তিনিই জিতবেন। তবে অভিজিতের বাপের আমলের কাঠামো এবার নেই, টিম ওয়ার্কও নেই। মালদার সমর মুখার্জীরাও এবার মাঠে নেই। নেই কোন বিধানসভায় সে রকম উৎসবের মেজাজ। ওজনদার শিল্পপতিরাও দ্বিধাগ্রস্ত। কংগ্রেসের রোড শো ফ্লপ। দায়ে পড়ে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের টোপ দিচ্ছে এরা। যা শহরে হাসির খোরাক যোগাচ্ছে। শিল্পপতিদের পিছনে প্রণববাবুর যে অবদান তার সিকিভাগও ওশুল করতে পারেননি অভিজিত এই ইলেকশনে। অধীর চৌধুরী ও ২/৪ দিন এসে দাপিয়ে গেলেন না। অন্যদিকে মমতা মিঠুন রায়মারা এলাকায় প্রচার চালিয়ে কতটা ভোট টানতে পারবেন সেটাও দেখার। কিন্তু অধীরবাবু এলে ভালো হতো। বহরমপুরে তাঁর দলবল বোধহয় ইন্দ্রনীলকে ঠেকাতে ব্যস্ত। তাই ঝুঁকি নিতে চায়লেন না প্রদেশ সভাপতি। মনে হচ্ছে এ জেলায় তিনের জায়গায় দুটি কংগ্রেস পাচ্ছে। জঙ্গিপুর সুতোয় ঝুলছে। তবে ভোটের আগে একটা চোরা শ্রুতি সংখ্যালঘু এলাকায় বইয়ে দেয়া হয়েছে। মোদীকে যখন রোখা যাবে না, তখন মোদীর বিরোধী প্রধান দল তো কংগ্রেস, তাই ভোট নষ্ট না করে অভিজিতকেই দাও। অভিজিত কোন কাজ করেননি সেটাও ভুল। তবে প্রণববাবুর উপর জঙ্গিপুরের আমআদমী তেমন খুশি নয়। লক্ষ্য করা যাচ্ছে ১৮-৩৮ বছরের যুবক-যুবতীরা মোদী উন্মাদনায় কিছুটা বিভোর। তবে এলাকার সর্বত্র এক হাওয়া নেই। সব মিলিয়ে ফলাফল কি হবে তা এখনও ধোঁয়াশায়। অভিজিতদের কথা – জেতা তো নিশ্চিত – মার্জিন ১৫/২০ হাজার। মোজাফ্ফরদের সেনাপতিরা বলছেন – আনেকদিন পর হারানো সিট ফিরে পাবো। এবার যদি জিততে না পারি তবে আর কোনদিন আশা নাই। এলাকার মানুষের কথা – গঙ্গা-পদ্মা ভাঙন, বিড়ি শ্রমিকদের মুখে হাসি, ট্রেন পরিবহনের উন্নতি, বেকারদের জন্য শিল্প – এসবের কি আদৌ রাহু মুক্তি হবে ? কে জানে।

শিশু শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : ট্রাকটরে ইট বোঝাই করে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের মিঠিপুরে যাবার পথে বোঝাই ইটের উপর বসে থাকা শিশু শ্রমিক কৃষ্ণ মাঝি (১৬) হঠাৎ ট্রাকটার থেকে পড়ে যায়। ট্রাকটরের চাকা তার ওপর দিয়ে চলে গেলে ঘটনাস্থলে কৃষ্ণর মৃত্যু হয়। পুলিশ ট্রাকটরটি আটক করে। ঘটনাটা ৩ মে-র।

বাজি পটকা..... (১ পাতার পর)

সব পটকা মজুত আছে সেগুলো শব্দদূষণের আওতায় পড়ে না। এখন পটকার বাজার মন্দা তাই কিছুটা সস্তায় চার লক্ষ টাকার কেনা হয়েছিল।' একজন প্রতিবেশীর বক্তব্য, এই গরমে চাপাচাপিতে বিস্ফোরণে অগ্নি সংযোগ ঘটলে এলাকায় ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। ঐ বাড়ীতে হারাধনের ভাইও পরিবার নিয়ে বাস করেন। তার পাশেই বস্তি। সেখানেও বহু পরিবারের বসবাস। অঘটনে এলাকার চেহারাই পাল্টে যেত।

গৃহবধূ হত্যা ..... (১ পাতার পর)

পণের টাকা পয়সা নিয়ে গৃহবধূর ওপর নির্যাতন চলে। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে প্রায় বাবার বাড়ী চলে যেতেন মামনি। বাবা দরিদ্র বিড়ি শ্রমিক। দিন কয়েক আগে মামনি বাবার বাড়ীতে থাকাকালীন শ্বশুর নাজিমুদ্দিন সেখানে চড়াও হয়ে পণের বাকী টাকা না দিলে মেয়েকে পুড়িয়ে মারার হুমকী নাকি দিয়ে আসেন। ঘটনার দিন রাতে কর্মরতা গৃহবধূর শাড়ীতে এ্যাসিড স্প্রে করে অগ্নি সংযোগ করে। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় মামনি রাস্তায় বেরিয়ে এসে পাশের চায়ের দোকানের সামনে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারান। তাকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হলে পরদিন মারা যান। পুলিশ মামনির শ্বশুর ও স্বামীকে গ্রেপ্তার করে। শাশুড়ী ও অন্যরা পালিয়ে যায়। বেশ কয়েক বছর আগে এই মহম্মদপুরে সম্পত্তির লোভে ওখানকার রিয়াজুদ্দিন সেখ, তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ও সদ্যজাত শিশুকে ঘুমন্ত অবস্থায় ঘরের দরজায় শিকল তুলে দিয়ে জানলা দিয়ে কেরোসিন স্প্রে করে আগুন লাগিয়ে দেয় আত্মীয়রা। তিনজনের এই মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা আজও এলাকার মানুষের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

তুলসীবিহার..... (১ পাতার পর)

ঐ জায়গার উত্তরাধিকারীদের পক্ষে গোরাচাঁদ নাথ। গোরার ক্ষোভ, গত বছর সে সব চুক্তিতে মেলা পরিচালনা করা হয়েছিল তাতে বেশ কিছু শর্ত ক্লাব কর্তৃপক্ষ মানেনি। এর জন্য আর্থিকভাবে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। তাই এবার মেলা শুরুর আগে উভয় পক্ষের মধ্যে আইন সাপেক্ষ লেখাপড়া হয়ে গেছে। মেলা নিয়ে আর কোন সংশয় নেই।

আফিডেবিট

আমি দেবরীণা প্রামাণিক, পিতা রতনকুমার প্রামাণিক, গ্রাম-দোহালী, পো:- দোহালী ডাঙাপাড়া, থানা সাগরদীঘি, জেলা মুর্শিদাবাদ। গত ২৪-৯-১৩ নোটারী আদালতে আফিডেবিট করে জয়লেখা প্রামাণিক নামে পরিচিত হলাম। দেবরীণা প্রামাণিক ও জয়লেখা প্রামাণিক একই জন।

জঙ্গিপুরের গর্ব
আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।
জঙ্গীপুর গিনি হাউস
শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।